

তিনের পাতার পর

কাটিগড়ায় পুলিশি তৎপরতায় ভেস্তে গেল জাতীয় সড়ক অবরোধ, গ্রেফতার ৮৮

সক্ষম হয় পুলিশ।ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হোসেন আহমদ চৌধুরী সহ কয়েকজন পিকেটারকে ওই সময় আটক করা হয়। এরপর একে একে ওই জাতীয় সড়কের কালাইন এবং গুমড়া এলাকায় থাকা পিকেটারদের সরিয়ে দিয়ে যান চলাচল শুরু করে পুলিশ। কালাইনে রাস্তা থেকে পিকেটারদের সরাতে পুলিশকে অবশ্য কিছুটা বেগ পেতে হয়। একাংশ পিকেটার রাস্তায় বসে পড়লে পুলিশ তাঁদের চ্যাংদোলা করে তোলে নিয়ে যায়।

সূত্র জানায়, পুলিশের রক্তচক্ষুতে দুপুরের দিকে পিকেটারমুক্ত হয়ে যায় এইরাজপথ। একেবারে বিনা বাধায় চলতে থাকে যানবাহন। যদিও যানবাহনের সংখ্যা ছিল কম। ফাঁকা ছিল কাটিগডার প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ সডক। বাজারহাটে বেশিরভাগ দোকানপার্টের ঝাপ খোলেনি। যদিও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল। সরকারি-বেসরকারি অফিস, স্কুলে উপস্থিতি ছিল

অফিসে প্রবেশে পিকেটারদের বাধার মুখে পড়েন সার্কল অফিসার ড. রবার্ট টোলার। সার্কল অফিসারের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটাররা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে পুলিশ এবং পিকেটারদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ঠেলাধাক্কা। এক সময় পুলিশের ঘেরাটোপে অফিসে প্রবেশ করতে সক্ষম হন সার্কল অফিসার। আর তখনই একপ্রকার বলপূর্বকভাবে সার্কল অফিসে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে পিকেটাররাও। যদিও মূল অফিস ভবনে পৌঁছার আগেই পিকেটারদের আটকাতে সক্ষম হয় পুলিশ। এভাবে কিছু বিক্ষিপ্ত ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া শান্তিতেই কেটেছে বারো ঘণ্টার বরাক বনধ। কালাইন থেকে খোলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ৩০ এবং কাটিগড়া থেকে ৫৮ জন পিকেটারকে আটক করেছিল পুলিশ। আটক পিকেটারদের সন্ধ্যায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

বন্ধ চলাকালীন স্থানীয় কংগ্রেসি বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজমদারকে অবশ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি। পাঁচগ্রামের বাডি থেকে সকাল ন টার পর কাটিগডায় পৌছান তিনি। কিছু সময় কাটিগডা চৌরঙ্গির কেএইচ রোডের মোডে পিকেটারদের সঙ্গে কাটিয়ে চলে যান কালাইনের দিকে। দুপুরের দিকে উপস্থিত হন কাটিগড়া থানায়।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর দাবি, মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে বনধকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু পুলিশ বলপূর্বকভাবে পিকেটারদের হটিয়ে যান চলাচল করিয়েছে। কে পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলায় যাবে ? প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। প্রায় একই কথা বলেন, কালাইন এবং কাটিগড়া ব্লক কংগ্রেস প্রতিবাদ চলবে যতদিন না এই খসড়া প্রত্যাহার করা হয়। সভাপতি সন্দীপ দাস, হোসেন আহমদ চৌধুরী। সন্দীপ দাসের অভিযোগ, বিজেপির হয়ে কাজ করেছে পুলিশ।

বড়খলায় গ্রেফতার ১৮

বনধ সমর্থন করেছেন বডখলার ব্যবসায়ীরাও। নিজে থেকেই দোকানপাট বন্ধ রাখেন তাঁরা। পিকেটিঙে উপস্থিত ছিলেন বড়খলা ব্লুক কংগ্রেস কর্মী সেলিম উদ্দিন লস্কর, মইন উদ্দিন তালুকদার, মাশুক আহমেদ লস্কর, মুজিবুর হক লস্কর প্রমখ।

এদিকে, বনধের প্রভাব পড়ে শালচাপড়া ব্লক এলাকায়। শিলচর-কালাইন সড়ক ও শিলচর-বদরপুর সড়কে গাড়ি চলাচল করেনি। কংগ্রেস, এআইইউডিএফ সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পিকেটাররা বড়যাত্রাপুর বাজার, বড়যাত্রাপুর তেমাথা, বেলাকোণা, ভাঙ্গারপার বাজার, উজানগ্রাম, শ্রীকোণা, শালচাপড়া, রানিঘাট ও বালিঘাটে সকালে সড়ক অবরোধ করেন। বিজেপি সরকার হায় হায়, অগণতান্ত্রিক ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া মানছি না মানব না ইত্যাদি নানা স্লোগানও দেন পিকেটাররা।

কংগ্রেস নেতা আতাউর রহমান বড়ভূইয়ার নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মী ও তাঁকে নিয়ে মিছিল করেন শহরে। শালচাপড়া সুরক্ষা কমিটির কর্মকর্তা আদিত্য গিরি ও স্নেহাশিস দাসের নেতৃত্বে পিকেটাররা বসে পড়েন।

এদিকে, বড়যাত্রাপুর পুরোনো বাসস্ট্যান্ড থেকে ৯ জন ও বেলাকোণা বাজার থেকে ৫ পিকেটারকে ভাঙ্গারপার আউট পোস্টের পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। রানিঘাট বাজার থেকে ৪ জনকে অরুণাচল পুলিশ নিয়ে যায় পুলিশ ফাঁড়িতে। যদিও বিকেলে সাবাইকে পিআর বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও সিআরপিএফের জওয়ানরা কড়া নজরদারি রাখলেও রাস্তায় মানুষ বের হননি। বড়যাত্রাপুর বাজার, বড়যাত্রাপুর তেমাথা, বেলাকোণা, ভাঙ্গারপার বাজার, উজানগ্রাম, বালিঘাট, অরুণাচল, কালীবাডি বাজার ও রানিঘাট বাজার সহ শালচাপড়া ব্লক এলাকায় পুলিশ দোকানপাঁট খোলাতে পারেনি

শালচাপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সালেহ আহমদ লস্কর বলেন. ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত থাকরে। কারণ, বরাককে বঞ্চিত করার চক্রান্ত কোনও অবস্থায় মেনে নেওয়া হবে না।

দক্ষিণ বডখলার প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য নাহারুল ইসলাম লস্কর বলেন, কংগ্রেস ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে। বরাকের দু'টি বিধানসভা আসন পুনর্বহাল না করা পর্যন্ত কংগ্রেস আন্দোলন চালিয়ে যাবে। কৃষ্ণপুর-ভৈরবনগর জিপি সভাপতি হিফজুর রহমান বড়ভূঁইয়া বলেন কোন যুক্তিতে বরাকের দু'টি বিধানসভা আসন কমানো হল। ৪৫ লক্ষ জনসংখ্যার অনুপাতে আসন যেখানে বৃদ্ধি হওয়ার কথা, সেখানে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এলাকা সংযক্ত ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক দিককে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই কোনও অবস্থায় তা মেনে নেওয়া যায় না।

প্রভাব পডল না সোনাইয়ে

বড়ভূঁইয়া সহ ১৩ জন কংগ্রেস কর্মী। এদিন প্রথমে সোনাই সার্কল অফিসের কার্যালয় বন্ধ করতে গেলে সোনাই পুলিশ কংগ্রেসিদের আটক করে। সোনাই থানার ওসি অভিজিৎ বডুয়া দলবল নিয়ে কংগ্রেসিদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন। বিকেলে তাদেরকে জামিনে মুক্তি দেয় পুলিশ।

প্রভাব না পড়লেও উধারবন্দে গ্রেফতার ১৩

আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে উধারবন্দ থানার ভিডিপি হলে নিয়ে আসা হয়। এদিন ১৩ জন কংগ্রেস পিকেটারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যদিও বিকেল ৫টার পর তাঁদের পিআর বন্ডে ছেডে দেওয়া হয়।

থানায় গিয়ে গ্রেফতার হওয়া দলীয় কর্মীদের খোঁজ নেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিং। পরে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ডিলিমিটেশনের ফলে বরাক উপত্যকায় বিধানসভা আসনের সংখ্যা কমিয়ে ১৫ থেকে ১৩ করা হয়েছে। এতে গণক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বরাকে। বিধায়ক সংখ্যা কমে যাওয়ায় বিধানসভায় বরাকের বিধায়কদের শক্তি কমবে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সকলের সঙ্গে আলোচনা করে ডিলিমিটেশন করা উচিত ছিল।

ডিলিমিটেশনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে নির্বাচন কমিশনারের প্রতি আর্জি জানানোর পাশাপাশি বরাক বনধের সমর্থনে এগিয়ে আসায় সর্বস্তরের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

উধারবন্দ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি পুলক রায় বলেন, ডিলিমিটেশনের খসডায় দুটি বিধানসভা আসন কমানো হয়েছে, যা কোনও অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না। বরাকের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদী কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে বলে জানান তিনি।

এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শালগঙ্গা মণ্ডল কংগ্রেস সভাপতি সুনীল নন্দী, শালগঙ্গা জিপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি সন্দীপন নন্দী, সুদীপ ধর, আক্তার উদ্দিন চৌধুরী, ললিত গোয়ালা, নুরুল হক লস্কর, বিজয় সাহা, পাখি মিয়া, জয়মুল আলি লস্কর, আব্দুল হক লস্কর, প্রিয়তোষ ঘোষ, প্রদীপ তাঁতি, আলম হোসেন লস্কর প্রমুখ।

আংশিক প্রভাব ধলাইয়ে

ভাবেই পিকেটিং করতে দেখা যায়।

বেশকিছু স্থানে দোকানপাট খোলা থাকলেও ক্রেতাদের দেখা মেলেনি। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নগণ্য। রাস্তায়ও যানবাহন চলেছে কম সংখ্যায়। এদিন নরসিংপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ পাল ও জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হীরু দাসের নেতৃত্বে কংগ্রেসিরা নরসিংপুর ব্লক কার্যালয়ের সামনে ধর্না দিলে ব্লক কার্যালয়ের কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে পড়ে। প্রবল পিকেটিংয়ের ফলে ব্লকে তালা ঝুলিয়ে সরে পড়েন কর্মীরা।

ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিন লায়লাপুরেও পিকেটিং শুরু হলে মিজোরাম থেকে আসা যানবাহন আটকা পড়ে সেখানে। এদিন পালংঘাট ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রাজীব রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসিরা মিছিল করে পালংঘাট ব্লক কার্যালয়ে প্রবেশ করতে চাইলে স্থানীয় ফাঁড়ি ইনচার্জ ধনেশ্বর দাস তাঁদের আটক করে ব্লক সংলগ্ন ওয়েটিং শেডে নিয়ে যান।

হীরু দাসের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অপর দল ফের ব্লক কার্যালয়ে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাঁদের হটিয়ে দেয়। বড়জালেঙ্গাব্লক কংগ্রেস সভাপতি সুরজকুমার কুর্মির নেতৃত্বে কংগ্রেসিরা এদিন বড়জালেঙ্গা ব্লক কার্যালয় ঘেরাও করলে ধোয়ারবন্দ থানার পুলিশ এসে তাদের হটিয়ে দেয়। পিকেটিংয়ের ফলে এদিন ধোয়ারবন্দ, ছোটজালেঙ্গা, নয়াবিল এলাকায় বনধের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ধলাই বিধানসভাভিত্তিক কংগ্রেসের সাংগঠনিক ইনচার্জ হীরু দাস এদিন সন্ধ্যায় বলেন, জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে বনধকে সমর্থন করেছেন।

করেছেন যদিও আমরা কোনও বাধা দেইনি।

বড়জালেঙ্গা ব্লক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বিজয় দেবরায়, শেখর ধর, আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মোহন মালা, প্রদীপ সিং, সত্যজিৎ গোয়ালা, প্রবোধ রঞ্জন দাস, সীতেশ মালাকার, বুদ্ধদেব দাস, মূন্ময় রায়, আইন উদ্দিন, শরিফ উদ্দিন, মহি উদ্দিন লস্কর, সালেমা বেগম, বাবলু দাস, উমাকান্ত গোয়ালা প্রমুখ।

১২ ঘণ্টার হরতাল সফল, দাবি এসইউসিআইর

মঙ্গলবারের হরতালকে সফল করে তোলার জন্য বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের সৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। জনগণের প্রতি উপরোক্ত তিন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানানো হয়। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য এবং কাছাড় জেলা কমিটির অন্যতম ্যুবমোর্চার সভাপতি ড. মিলন দাস, আয়নাখাল জিপি সভাপতি পুতুল রবিদাস, সদস্য অজয় রায় সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। একইসঙ্গে প্রস্তাবিত হাইলাকান্দি জেলা চা উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি কিরণ কুমার তেলি, এই খসড়া সর্বাবস্থায় বাতিল করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন হাইলাকান্দি জেলা গ্রামরক্ষী বাহিনীর উপউপদেষ্টা অমিত রঞ্জন দাস, গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহান জানানো হয়। এই সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা ড্রিমস-র সভাপতি গৌতম গুপ্ত, একল ডিলিমিটেশন খসড়া বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান রাখা হয়। বার্তায় জানানো হয়, মঙ্গলবার শিলচরে কাছাড় জেলা কমিটির সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী, জেলা কমিটির সদস্য যথাক্রমে দুলালী গাঙ্গুলি, হিক্লোল ভট্টাচার্য সহ জেলার প্রায় ১০ জন 🛮 প্রায় তিন দশক ধরে তিনি 'মিলন নাট্য সংস্থা'-র কর্ণধার হিসাবে হাইলাকান্দি সদস্যকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

শান্তিপূর্ণ বনধের কৃতিত্ব বরাকের প্রতিবাদী সত্তার : বিডিএফ

স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় জনগণের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এত সবের পরও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে দমিয়ে রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতনী সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ। রাখা যায়নি। বরাকের জনসাধারণ যে এই ডিলিমিটেশন খসডা মানছেন না আজকের সফল বনধ পালনের মাধ্যমে তারা তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি আরও জানান, ১৯৬১ এর ভাষা আন্দোলনের মতোই আবার জাতিধর্ম উদারমনের মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে নির্বিশেষে সকল বরাকবাসী জেগে উঠেছেন। এটি আগামীর জন্য একটি আসে। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচন আয়োগ এই কথা সম্যক উপলব্ধি করবে এবং জনমতকে সম্মান জানিয়ে বরাকের নির্বাচন কেন্দ্রগুলোকে অক্ষণ্ণ রাখবে। তাছাডা এই বনধ পালনের মধ্য দিয়েই তাদের প্রতিবাদ শেষ হবে তিনি। আমি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছি কোথাও চলেনি যানবাহন, বলেন না। নির্বাচন কমিশনে আপত্তিপত্র পাঠানো সহ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের

লক্ষীপুরে বনধ সর্বাত্মক

মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার, ই-রিকশা চলাচল করেছে।

এদিন রাজপথে নেমে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। গ্রেফতার হন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা থোয়বা সিংহ সহ ২০ জন কর্মী। এরমধ্যে লক্ষীপুরে গ্রেফতার করা হয় ১৫ জনকে। বাঁশকান্দি পুলিশ অনুসন্ধান কেন্দ্র এলাকায় গ্রেফতার করা হয় ৫ জনকে। তবে জয়পুর ও জিরিঘাট থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে বনধ সর্বাত্মক হলেও গ্রেফতারের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে, থোয়বা সিংহর গ্রেফতারের খবরে বিকেলে এক প্রতিবাদী মিছিল বের করেন মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকেরা। শতাধিক পুরুষ-মহিলা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, লক্ষীপুরের বিধায়ক ও বিজেপির বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দিয়ে উপস্থিত হন থানায়। সঙ্গে ছিলেন লক্ষীপুর ব্লক কংগ্রেসের কর্মকর্তারাও। যদিও বিকাল ৫টার পর ব্যক্তিগত মূচলেকায় থোয়বা সিংহকে ছেডে দেওয়া এদিন সকাল থেকেই শালচাপড়ায় জাতীয় সড়কে শালচাপড়া মণ্ডল হয়। মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে মালা পরিয়ে স্বাগত জানান দলীয় কর্মীরা।

> এদিকে, জয়পুরের কংগ্রেস নেতা প্রদীপ পাল জানান, ডিলিমিটেশনের খসড়া নিয়ে বিজেপির অন্দরেও অসন্তোষ রয়েছে। তাই দল-মত নির্বিশেষে জয়পুর এলাকায় বনধকে সবাই সমর্থন ও সর্বাত্মক সফল করেছেন। এদিন বিজেপির কর্মকর্তারা বনধের বিরোধিতা করলে পয়লাপুলেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মহকুমায় সরকারি কার্যালয় খোলা থাকলেও উপস্থিতি ছিল নগণ্য।

চরাঞ্চলে ৪০ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছরের আগে!

২০০৬ সালে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করা হলেও আজও বাল্যবিবাহের প্রথা চলছে। এই সমস্যার কারণ এবং সমাধানের জন্য অন্যতম উপায় হচ্ছে এসম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। শুধুমাত্র সন্তান দিয়েই দায়িত্ব শেষ হয় না একেক জন মা–বাবার। তাদের আরও অনেক কিছুই করণীয় থাকে। বাল্যবিবাহ বা শিশু শ্রমের মতো ব্যাধির একটি কারণ হতে পারে দারিদ্র ও অশিক্ষা। কাজেই এ নিয়ে সরকারের যেমন কর্তব্য রয়েছে, ঠিক তেমনি একটি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তথা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও দল-সংগঠনেরও দায়িত্ব রয়েছে।

বাল্যবিবাহের বলি হওয়া মানুষজন নিজেদের ভুক্তভোগী বলে অনুভব করছেনা। শুরু থেকেই মেয়েদের নির্ভরশীল করে তোলা হয়ে থাকে পরিবারের উপর। প্রথম অবস্থায় মেয়েরা মা-বাবার ওপর নির্ভরশীল এবং বিয়ের পর স্বামীর ওপর। মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লডাই চালাতে সাহায্য করতে পারে বলে কর্মশালায় উল্লেখ করেন বক্তারা। বাল্যবিবাহ একটি অন্যতম গুরুতর বিষয় এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য সংবাদ মাধ্যম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সহযোগিতাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

এদিকে, কর্মশালায় খেদ প্রকাশ করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'জাগরণ'-এর তরফে কর্মকর্তারা একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে জানান যে, অসমের চরাঞ্চলে অন্যান্য স্থানের তুলনায় আইএমআর এবং এমএমআরের শতকরা হার বেশি। এনএফএইচএস তথ্যের উদ্ধতি দিয়ে জানান যে, চরাঞ্চলে আঠারো বছর বয়স হওয়ার আগেই ৪০ শতাংশ মেয়েরই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ অভিযান অর্থাৎ 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' মিশন পূর্ণ শক্তি' ইত্যাদির মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী ও জনসাধারণকে বাল্যবিবাহ, শিশু সুরক্ষার কপ্রভাবের বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য জেলা প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে বলে উল্লেখ করেন জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা।

আজ কাটাখাল ও খালরপারে উল্টোরথ

খালরপার অঞ্চলের সাতটি গ্রামের রথকে একত্রিত করে রশি টানবেন অর্গানাইজেশন কমিটির পক্ষে বিমল সিংহ, বেণু কুমার সিংহ, নির্মল সিংহ, দাসের কাছেও। সত্যরঞ্জন সিংহ, লালমোহন সিংহ জানিয়েছেন, সপ্তরথ আকর্ষণীয় হবে। সম্মানিত অতিথি হিসেবে। খালক্ষারের এই ঐতিহাসিক সপ্তরথ যাত্রাকে অঞ্চল দিয়ে রয়েছে। তাই এই সড়কপথ চালু করে দিলে বরাক উপত্যকার সফল করে তোলার জন্য বরাক উপত্যকার ভক্তপ্রাণ মানুষের প্রতি আহ্নান লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন বলেও স্মারকপত্রে বলা হয়েছিল। জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা।

বুড়িবাইলের আব্দুল কুদ্দুস লস্কর প্রয়াত

তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিন তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে পরিচিতরা বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।রাত সাডে ৭টায় মসজিদ মকদ্দস প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজার নমাজ সম্পন্ন হয়।নমাজ পরিচালনা করেন জমিয়ত উলামা-ই হিন্দের কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি শেখ মওলানা মাহমদল হাসান।

বন্যার কবলে এখনও পাঁচ শতাধিক গ্রাম, রাজ্যে মৃত ৬

পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু বন্যার তাণ্ডব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়নি। কিছু মানুষের ঘরবাড়ি থেকে জল নেমে যাওয়ায় লোকজন প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করেছেন। তা সত্ত্বেও বহু মানুষ এখনও বাধ্য হয়ে আশ্রয় শিবিরে রয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সরকারি তথ্য অনুসারে এবছর বন্যার ফলে ৬ জনের মৃত্যু ঘটেছে।

অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুসারে, বরপেটায় চারজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ডিব্রুগড়, গোলাঘাট, কামরূপ, লখিমপুর, ভাই। নগাঁও, নলবাড়ি, বজালি, বাকসা, বরপেটা, দরং ও তামুলপুর কেন্দ্রের প্রায় পাঁচশোটি গ্রাম এখন বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে নিম্ন অসমের নলবাড়ি ও ভুটান সীমান্তবর্তী বাকসা জেলার অবস্থা ভয়াবহ। রাস্তাঘাট-সেতু ভেঙে যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ প্রতিদিনের খাবারের সংস্থান করতেই কর্মীরা। পরে এসডিও কেশরী কৈরি নুর ইসলাম বড়ভূইয়া ও তাঁর ভাই হিমশিম খাচ্ছেন একমাত্র যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার

অসম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুসারে, রাজ্যের ১১ জেলার ১,৫৫,৮৯৬ জন মানুষ বন্যায় আক্রান্ত হয়েছেন। এছাডা, ৩,৮০১ হেক্টর কৃষিজমি জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। বন্যার জলস্রোতের কবলে পড়া নরসিংপুরে দুষ্কৃতীর হামলায় গুরুতর আহত হন সোনাই বিদ্যুৎ সাবডিভিশনের

তবে ইদের জন্য কিছু স্থানে দোকানপাট খোলা ছিল এবং জনগণ কেনাকাটা অঞ্চলগুলোতে স্থাপিত ৯৯টি আশ্রয় শিবির ও ত্রাণসাহায্য বিতরণ কেন্দ্রে দুই কর্মচারী। এদের মধ্যে একজন এখনও শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও আশ্রয় নিয়েছেন ২,৯১৫ জন। এই কয়েকদিনে জল কমলেও বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় পুলিশ কালিয়া নাথ নামের মূল এদিনের বনধে তিন ব্লক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চলগুলোর ঘরদুয়ারের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এরফলে বন্যাক্রান্তদের দুর্দশা অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

যাত্রাশিল্পী গিরিমোহন দাস আর নেই

সোমবার রাত সাড়ে নয়টায় তিনি তাঁর সিংগালা বস্তির নিজ বাড়িতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, নাতিনাতনি সহ আত্মীয়স্বজন এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। তাঁর শোকার্ত মানুষ বাড়িতে গিয়ে শেষশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গভীর শোক ব্যক্ত করে শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন হাইলাকান্দি জেলা অভিযানের হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি অঞ্জন নাথ মজমদার, লালা অঞ্চলিকের প্রাক্তন সদস্য রাজ কেওট, গৌতম শুক্লবৈদ্য, ভিডিপি সম্পাদক ক্ষীতিশ নুনিয়া প্রমুখ।প্রয়াত গিরিমোহন দাস একজন নামি যাত্রাশিল্পী ছিলেন। এলাকার নাট্যজগতে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। কর্মজীবনে প্রয়াত দাস লালা শিক্ষা ব্লকের সিংগালা এমই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ছিলেন। চাকরি জীবন থেকে অবসরের পর সফল কৃষক হিসাবে তিনি এলাকায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জডিয়ে ছিলেন।

রবীন্দ্র কুমার চৌধুরী প্রয়াত

পাঁচগ্রামের আদি বাসিন্দা রবীন্দ্র কুমার চৌধুরী পুলিশে চাকরি করে ২০০০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন সৎ ও

হাফলং সিভিল হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিভার বিস্ফোরণ, আহত ৩

অবশ্য জনৈক নার্সের জখম কিছুটা গুরুতর ছিল। তাঁর মুখ, চোখ এবং মাথায় আঘাত লাগার পাশাপাশি ওয়ার্ডবয়ের বুকে কাঁচের টুকরোর আঘাতের পাশাপাশি ওয়ার্ডগার্লের চোখে আঘাত লাগে।

গোস্বামী জানান, একটু বেশি আঘাতপ্রাপ্ত নার্সকে সিভিল হাসপাতালে বাজারহাট বন্ধ ছিল। যাত্রীবাহী যান চলাচল করেছে নগণা। কিছু প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জনা গুয়াহাটিতে পাঠানো হয়েছে।

কাল থেকে শিলচর-আগরতলা সামার স্পেশাল জনশতাব্দী

সকাল ১১-৩০টায় শিলচর পৌছবে। এরপর বিকেল ৪-৩৫টায় শিলচর থেকে আগরতলার উদ্দেশে রওনা হবে।

এনএফ রেল সূত্রে জানা গেছে, এই ট্রেন বর্তমানে সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শনিবার এই দু'দিন গ্রীত্মকালীন বিশেষ ট্রেন হিসেবে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। এই সিদ্ধান্তের জন্য উত্তর-পূর্ব রেলযাত্রী সংস্থার সভাপতি, সাংবাদিক হারাণ দে রেল বিভাগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে আগরতলা থেকে অরুণাচল হয়ে জিরিবাম পর্যন্ত একটি জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করছে। এটি সপ্তাহে তিনদিন সোম, বুধ ও শুক্রবার চলাচল করে। বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে, ০৫৬৯৫ নম্বরের আগরতলা-শিলচর সামার স্পেশাল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনে ১টি এসি চেয়ার কার, ৪টি জেনারেল চেয়ার কার ও একটি ভিস্তাডোম কোচ থাকবে।

বাংলাদেশ হয়ে বরাক-গুয়াহাটি বিকল্প সড়ক হবে কি, প্রশ্ন জনমনে

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গুয়াহাটি বা দেশের অন্য জায়গায় যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ হয়ে বরাক উপত্যকায় বিকল্প সডকের দাবি দীর্ঘদিনের। অনেক আগে থেকে এমন দাবি উঠলেও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার এতে তেমন গুরুত্ব না দেওয়ায় বরাক উপত্যকার মানষ চরম দর্ভোগ এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

এই বর্ষার মরশুম কীভাবে কাটবে ? আতঙ্কে বুক কাঁপছে বরাক উপত্যকার মানুষের। বর্ষার মরশুমে সব ক্ষেত্রেই বরাকের মানুষের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। বন্যা, ভূমিধস সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বরাক উপত্যকার মানুষের জন্য ফি-বছর নিত্যসঙ্গী। বর্ষার মরশুমে জরুরি কাজে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগও বরাকের মানষের কাছে দরহ হয়ে ওঠে।

জরুরি প্রয়োজনে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কয়েক ভাবতে হয় বরাকের মানুষকে। বিশেষ করে গুয়াহাটিতে বা অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াতের ক্ষৈত্রে বরাক উপত্যকার কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলার মানুষ ভয়াবহ দুর্ভোগের কবলে পড়েন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে রাস্তায় মর্মান্তিকভাবে প্রাণহানি, আটকে পড়া রোগী সহ সাধারণ মান্যের মর্মন্ত্রদ আর্তনাদ, অত্যাবশাকীয় সামগ্রী বোঝাই যানবাহনের আটকে পড়ার মতো বহু ঘটনার সাক্ষী বরাক উপত্যকার মানুষ। বরাক উপত্যকার সাধারণ মানুষের গুয়াহাটি বা অন্যত্র যাতায়াতের ক্ষেত্রে মাত্র দু'টি রুট রয়েছে। উড়ানপথ ব্যবহার সব মানুষের সাধ্যে নেই। তাই মানুষ বাধ্য হয়েই ট্রেনে চড়েন বা সড়কপথে যাতায়াত করেন।

আর এ দু'টি পথই বর্ষার মরশুমের কয়েক মাস বিপদসন্ধুল অবস্থায় থাকে।বদরপুর-জোয়াই জাতীয় সড়কই হোক বা বড়াইল পাহাড় হয়ে রেলরুট, **সুনীত দেব** কোনওটাই নিরাপদ নয়। গত বছর ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডিমা হাসাও <mark>রামকৃষ্ণনগর</mark>। ২৭ জুন জেলার বেশ কিছু অংশে ধ্বংস করে দিয়েছিল রেলরুট।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে রেললাইন সারিয়ে তুলতে অনেক মঙ্গলবার বরাক বনধের তেমন সাধারণ মানুষ তেমন আমল কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে রেল বিভাগকেও। একই পরিস্থিতি হয়েছে প্রভাব পড়েনি রাতাবাড়ি বিধানসভা দেননি। বরং একাংশ মান্য সড়কপথেও।বরাক উপত্যকার মানুষের এই পরিস্থিতি থেকে করে উত্তরণ কেন্দ্রে। যদিও যানবাহন তেমন বলেচ্ছেন, প্রতিবাদ জানানোর জন্য হবে, উত্তর জানা নেই কারও। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে গত বছর চলাচল করেনি, কিন্তু দোকানপাট অন্য পস্থা অবলম্বন করা উচিত বনধ বরাক উপত্যকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বেশ কয়েকটি সংগঠন খোলা ছিল। তবে অন্যান্য দিনের আহ্বানকারীদের। কারণ, বনধের স্মারকপত্র দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে।

করিমগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ হয়ে গুয়াহাটি যাতায়াতের জন্য বিকল্প স্কুল–কলেজ সব কিছু খোলাই ছিল। অনেক কষ্ট হয়।ফলে বনধ ডাকার সভূকের ব্যবস্থা করতে দাবি জানানো হয়েছিল ওই স্মারকপত্রে। এ নিয়ে এছাড়া কোনও বাধার সম্মুখীন হতে আগে এসব বিষয় ভেবে দেখা স্মারকপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয় শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়, হয়নি কাউকে। রাস্তায় পুলিশের উচিতবলে সাধারণ মানুষকেবলতে ভক্তরা। খালরপার উন্নয়ন কমিটি ও বিষ্পপ্রিয়া মণিপরি ইউনাইটেড ইয়থ করিমগঞ্জের সাংসদ কপানাথ মালা, এএসটিসি-র চেয়ারপার্সন মিশনরঞ্জন ট হ লদারি থাকলেও কোনও শোনা গেছে এদিন।

বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শেওলা-সিলেট-জাফলং হয়ে ভারতের ডাউকি-গুয়াহাটি পর্যন্ত বিকল্প বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রীতা সিনহা থাকবেন সড়কপথ চালু করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন তাঁরা। এই সড়কটি সমতল

এ দাবির কথা উল্লেখ করে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে এএসটিসি চেয়ারপার্সন মিশনরঞ্জন দাসও প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্র প্রেরণ করেছিলেন। এই দাবি খতিয়ে দেখতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বর্ডার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের বর্ডার ম্যানেজমেন্ট-টু ডিভিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। পরবতীতে আর এ নিয়ে কোনও নড়াচড়া হয়নি। ফলে বিকল্প সড়কের স্বপ্ন অধরাই থেকে।

বর্তমান বর্ষার মরশুমে ভুক্তভোগী মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, বরাকের জনসাধারণের বিকল্প সড়কের দাবি কী কোনও দিন বাস্তবের মুখ দেখবে না ? চরম দুর্ভোগ সহ্য করা, ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলা করাই কী বরাকের মানুষের

কাপ্তানপুরে আক্রান্ত বিদ্যুৎকর্মী, ২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

এলাকার নুর ইসলাম বড়ভূঁইয়া নামের এক গ্রাহক তার রাইস মিলের বিপুল পরিমাণ বিল জমিয়ে রাখায় তার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গেলে বিদ্যুৎ কর্মীদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে ওই ব্যক্তি ও তার

এদের হামলায় ভার্গব দাশ নামের এক বিদ্যুৎ কর্মী আহত হন। এসডিও সহ উপস্থিত বিদ্যুৎ কর্মীদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজও করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ঘটনাস্থল থেকে কোনওভাবে পালিয়ে আসেন বিদ্যুৎ আনারুল ইসলাম বড়ভূঁইয়াকে অভিযুক্ত করে সোনাই থানায় লিখিত এজাহার দিয়েছেন।

বিদ্যুৎ কর্মী কবির আহমেদ লস্কর এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে অভিযক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কয়েকদিন আগেও শিলচর মধ্য শহর সাংস্কৃতিক শেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনু করেন

৭ বছর ধরে অসম্পূর্ণ গুয়াহাটি স্মার্ট সিটি প্রকল্প

গুয়াহাটির স্মার্ট সিটির বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে দেশের ১০০টি মহানগরের মধ্যে গুয়াহাটিকেও মোদির স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। গুয়াহাটি স্মার্ট সিটি প্রকল্প রূপায়ণ করার জন্য ২০১৬ সালের ১১ মে গুয়াহাটি স্মার্ট সিটি লিমিটেড (জিএসসিএল) গঠন করা হয়েছিল। গুয়াহাটি স্মার্ট সিটি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য জিএসসিএলকে ৩৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৯ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার এবং ১৮৯ কোটি টাকা রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়েছিল।

লক্ষণীয় গুয়াহাটি স্মার্ট সিটির জন্য বহু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে বিশেষভাবে ছিল নির্দিষ্ট এলাকার উন্নয়ন ও পাান সিটি উন্নয়ন প্রকল্প। নির্দিষ্ট এলাকার উন্নয়নের মধ্যে ছিল বরসলা বিল, ভরলু নদী, মরা ভরলু নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদী পারের উন্নয়ন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, এর মধ্যে বরসলা বিল, দীপর বিল, ভরলু নদী, মরা ভরলু নদীর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিবেদন আজ পর্যন্ত চূড়ান্তই হয়নি, আর কাজ শুরু হওয়া তো দূরের কথা। উল্লেখ্য, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের মধ্যে নেহরু স্টেডিয়ামের কাছে, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, দিঘলিপুখুরি, ফ্যান্সিবাজারের জেল রোড সহ মহানগরের ২০টি স্থানে জলের এটিএম স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। আগে শহরের বেশকয়েকটি স্থানে পানীয় জলের এটিএম বসানো হয়েছিল যদিও, বর্তমানে সেই সবগুলি বিকল হয়ে পড়ে আছে।

অন্যদিকে, মহানগরে ৩০টি স্মার্ট বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা প্রস্তাব গ্রহণ পর্যন্তই সীমিত থাকল। মহানগরবাসীদের সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থাও হল না। স্মার্ট পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা মহানগরের অতি ব্যস্ত স্থানে মানুষ ব্যবহারের সুযোগই পেলেন না। অবশ্য স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে অত্যাধনিক ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও গান্ধী মণ্ডপের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা করা সহ একাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। গান্ধী মণ্ডপে জাতীয় পতাকা সহ আলোকসজ্জারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্রহ্মপত্র নদী পারের উন্নয়নের কাজকর্মও গত বছর থেকে শুরু করা হয়েছে। চলতি বছরে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে কয়েকটি পরিবহণ নিগমের বাস কেনা হয়েছে। এর বাইরে গুয়াহাটি স্মার্ট সিটির জন্য নির্ধারিত বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গুয়াহাটি স্মার্ট সিটি লিমিটেডের ফাইলেই আবদ্ধ থেকে গেছে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন মন্ত্রক ২০২৪ সালটি নির্বাচন সাল হওয়ার প্রেক্ষিতে স্মার্ট সিটির অর্ধসমাপ্ত কাজগুলি সম্পর্ণ করে তলতে চাইছে। এবং এর জন্যই বিষয়গুলির পর্যালোচনা শুরু করেছে। তাই কেন্দ্র স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। লক্ষণীয়, গুয়াহাটি স্মার্ট সিটি প্রকল্পের বহু কোটি টাকা ব্যবহারের প্রমাণপত্র কেন্দ্রীয় সরকার পায়নি। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গুয়াহাটিকে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের তালিকায় সন্নিবিষ্ট করেছিল। ফের গত ২০১৭ সাল থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার চলছে। এর প্রেক্ষিতে গুয়াহাটি স্মার্ট সিটি প্রকল্প রূপায়ণের ব্যর্থতার বিষয়টি বিরোধী দলগুলি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইস্যু করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

সদরঘাট সেতুর মুখে ফের দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত এক

এবং চিকিৎসা চলছে। ট্রাফিক পুলিশ দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত গাড়িটি জব্দ করে রেখেছে। মামলা গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, পুরোনো সেতু বন্ধ হওয়ার পর সদরঘাট সেতুর রংপুর প্রান্তটি বিপজ্জাক হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটছে। মাত্র কদিন আগেই এক তরতাজা বাইক চালকের প্রাণ যায়। এছাড়াও আরও ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে।

পাথারকান্দিতে বিজেপি যুব ব্রিগেডের সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা কংগ্রেসের

মলয়কুমার দাস **লোয়াইরপোয়া।** ২৭ জুন

সেবাদলের রাজ্যিক সভাপতি ভোগছেন উল্লেখিত কংগ্রেস প্রতাপ সিনহা অভিযোগ করে বলেন কর্মীরা। এ ব্যাপারে কংগ্রেস কর্মীরা বনধ চলাকালীন সময়ে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক সুষ্ঠু তদন্তের দাবি সহ অন্যায়ভাবে শাসক দলের বিজয় এতে জডিতদের কঠোর শাস্তির দাবি বণিক, পান্না গোপ, পিনাক দাস, জানিয়েছেন।

নিখিল সোম, মিন্টু সিনহা, বাপন মজুমদার ও কৃষ্ট দেবনাথ সহ অন্যরা কংগ্রেস দলের কর্মীদের সঙ্গে মঙ্গলবার বরাক বনধকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হারে ঠেলাধাকা করে। পাথারকান্দিতে শাসক-বিরোধী এমনকি তারা কংগ্রেসের সমর ঘোষ গোষ্ঠীর তুমুল হাতাহাতিকে কেন্দ্র আলহাজ উদ্দিন প্রণব সিনহাদের করে শেষ পর্যন্ত থানা পর্যন্ত মামলা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে গড়াল। এতে বিজেপির ইয়ং তাঁদের উপর প্রাণঘাতী হামলার ব্রিগেডের সাত যুবকের বিরুদ্ধে চেষ্টা চালায়। এতে তিনজনই প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগে অল্পবিস্তর আহত হন। পরবর্তীতে থানায় মামলা দায়ের করল তারা সমর, আলহাজ ও প্রণবকে একা পেলে প্রাণে মারার হুমকিও আজ অসম প্রদেশ কংগ্রেস দেয়। এতে বর্তমানে প্রাণ সংশয়ে

বনধের আংশিক প্রভাব রামকৃষ্ণনগরে

গণ্ডগোল বাধেনি গেরুয়া দর্গ হিসেবে পরিচিত রাতাবাডি বিধানসভায় এই বনধকে তলনায় কম। সরকারি কার্যালয়, ফলে সাধারণ খেটে খাওয়া মান্যের

সের কাছেও। করিমগঞ্জের সুতারকান্দি থেকে বাংলাদেশের তামাবিল সীমান্ত এলাকার ন্যায়িক কর্মীদের কর্মবিরতিতে স্তব্ধ হাফলং জেলা আদালতের কাজ হাসাও জেলা ইউনিটের উপদেষ্টা

পঙ্কজকুমার দেব **হাফলং।** ২৭ জুন

সামগ্রিক কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ন্যায়িক কর্মচারী সংস্থার ডিমা আর্জি জানিয়েছেন।

বিরাজ চৌধুরী বলেন, ১৯৮৯ সালে রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে সঙ্গতি ন্যায়িক কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি রেখে অসম ন্যায়িক কর্মচারী সংস্থার আদায়ে অল ইন্ডিয়া ন্যায়িক কর্মচারী ডিমা হাসাও জেলা ইউনিটের উদ্যোগে মহাসংঘ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে রিট মঙ্গলবার জাটিঙ্গা জেলা আদালত এবং পিটিশন দাখিল করেছিল। ২০০৯ হাফলং অতিরিক্ত আদালত প্রাঙ্গণে সালের ৭ অক্টোবর কর্মচারীদের পক্ষে ন্যায়িক কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন আদালত রায় প্রদান করে এবং অসম করেন। সকাল ১০টা থেকে তাঁদের সরকারকে রায় কার্যকর করতে নির্দেশ কর্মবিরতি চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। দেওয়া হয়। কিন্তু ১৪ বছরের মাথায় কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবির এসে বিভিন্ন ক্যাটাগরির কর্মচারীরা পরিপ্রেক্ষিতে এদিন এই কর্মবিরতি তাঁদের প্রাপ্য আদায়ে সক্ষম হননি।তাই পালন করা হয়। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে আজ রাজ্যজুড়ে ন্যায়িক কর্মচারীরা ন্যায়িক কর্মচারীরা আদালত প্রাঙ্গণে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। অনুরূপভাবে হাফলং অতিরিক্ত তাঁদের কর্মবিরতিতে আদালতের আদালতের জনৈক কর্মী পবন শর্মা সরকারের কাছে তাঁদের দাবি পুরণের

নিখিল ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির স্বাস্থ্য শিবির

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন শিলচর। ২৭ জুন

রোগীদের চিকিৎসা করেন। শতাধিক মহিলা ও শিশু এতে অংশ গ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের নিখিল ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাস্থ্য সমিতির কাছাড় জেলা কমিটির শিবির পরিচালনা করেন জেলা ব্যবস্থাপনায় প্রয়াত প্রতিমা দাস সমিতির পক্ষে ড. তারা নন্দী চৌধুরীর স্মৃতিতে রবিবার স্বাস্থ্য মজুমদার। স্বাগত ভাষণ রাখেন শিবিবের আয়োজন করা হয়। জেলাসম্পাদিকারত্না দেব। শিবির ভবনে। শিবিরে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আঞ্চলিক সম্পাদিকা স্বর্ণালী ঘোষ।